বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চাঃ প্রয়োজন ও সম্ভাবনা

এস. এম. নুরুল আলম*

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছে প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে। যদিও বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা বহুদিন চলে আসছিল। তাই বলা হয়ত অত্যুক্তি হবেনা বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান চর্চায় এযাবত যে শূন্যতা অনুভূত হচ্ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে উৎসাহ যেমনি আছে তেমনি প্রশ্নেরও শেষ নেই। নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে বহুল আলোচিত বিষয়গুলো হলঃ নৃবিজ্ঞান চর্চার উপযোগিতা, নৃবিজ্ঞানের সাথে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক, আলাদা বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি এবং বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা। এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিষয়গুলো নিয়ে মুক্ত আলোচনা বিভ্রান্তি নিরসনে যেমনি সহায়ক হয় তেমনি বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণেও যথেষ্ঠ উপযোগী হয়।

এই প্রবন্ধের লেখক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই অধ্যাপনা করছেন। তিনি তার আরও দুটো প্রবন্ধে নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলো আলোচনা করেছেন।[১] তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে 'সমাজ নিরীক্ষণে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেও এ সম্পর্কে সারগর্ভ মন্তব্য ও আলোচনা করা হয়েছে।[২] তাই নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত উথাপিত সাধারণ ইস্যুগুলোতে খুব বেশী দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে, বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, ব্যবহার ও এর সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আলোচনার ভিত্তি দুটোঃ প্রথমতঃ এই প্রবন্ধকার প্রাথমিকভাবে অর্থনীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পরর্তীতে নৃবিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তাই তার পক্ষে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোকে নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য সহজ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নৃবিজ্ঞান অধ্যাপনা ও গবেষণা থেকে লেখকের

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞতা। এটি কোন মৌলিক গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ নয়, তবে লেখকের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি বলা চলে। এ প্রবন্ধে আরেকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে– তা হল নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক। এ বিষযটি বহুল আলোচিত কিন্তু ভ্রান্ত বিদিত। এ সম্পর্কে সবাই লেখকের বক্তব্যের সাথে একমত হবেন তা মনে করা হচ্ছেনা। তবে যে কেউ ইচ্ছে করলে এ বিতর্কে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখতেপারেন।

এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা সকল সমাজবিজ্ঞানই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়গুলোকে সবিশেষ গুরুত্বসহকারে ছাত্র ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়। তবে প্রতিটি সমাজবিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক (applied) দিক রয়েছে যার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের প্রয়োজন মেটানোর প্রয়াস চালানো হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা আজ কতটুকু তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারছেন, সমাজ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠেছে, বিতর্ক হচ্ছে।[৩] এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা হয়েছে। তাই এসকল বিতর্কে না গিয়ে এ প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। প্রথমতঃ বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার আলোচনা করতে গিয়ে সাধারণভাবে উন্নয়ন অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞান ও পরবর্তীতে এর বাংলাদেশ প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সামাজিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনে নৃবিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তৃতীয় অংশে নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ অংশে সংক্ষেপে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার

উন্নয়ন অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞান

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্যতা নিযে কোন দ্বিমত নেই। তবে কিভাবে নৃবিজ্ঞান দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে তা অনেকের কাছে–অন্ততঃ যারা উন্নয়নের নীতি নির্ধারণে আছেন তাদের কাছে–স্পষ্ট নয়। এটা হয়েছে মূলতঃ নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (নৃবিজ্ঞান কি ও কেন) এবং নৃবিজ্ঞান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কি ভূমিকা রাখবে তার মূল্যায়নের ব্যর্থতার কারণে। প্রবন্ধের এ অংশে নৃবিকজ্ঞান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করতে পারে তা আলোচনা করা হবে।

A. Louis Strong একবার যথার্থই বলেছিলেন যে, ''যদি লেনিন নিজেই তোমাদের শহরে আসতেন তাহলে এ শহর সম্পর্কে তোমরা যা জানো তা তাকে জানতে হতো। তার পরেই সেখানে তিনি বিপ্লবের একটি পরিকল্পনা নিতে পারতেন।''[৪] Louis Strong আসলে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা'হল কোন দেশ, সমাজ বা এলাকার পরিবর্তন বা উন্নয়নের যদি কোন পরিকল্পনা নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে এলাকা সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জানতে হবে। এখানে মূলকথা হল, কোন সমাজে পরিবর্তন আনতে, কোন কর্মসূচী গ্রহণে এবং পরবর্তীকালে কর্মসূচীর সফলতার জন্যে চূড়ান্তভাবে প্রয়োজন হল, সেই বিশেষ সমাজ, সমাজের মানুষ, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় উপাত্তেয়। নৃবিজ্ঞানীরা এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে ও প্রয়োজনীয় উপাত্তেয় সরবরাহে অত্যন্ত নিপুণভাবে সবিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। বাংলাদেশের মত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের একটি আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ, আর এই কল্যাণ কখনো সাধিত হতে পারেনা যতক্ষণ না মানুষের সমস্যা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তাদের কাছ থেকে উদঘাটিত করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আধুনিক নৃবিজ্ঞান কেবলমাত্র মানুষের বিবর্তন, রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন কিংবা পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ সকল বিষয় সমূহ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, তবে আমাদের কাজ হবে এ বিষয়গুলোকে সমসাময়িক ধ্যান-ধারণা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা। এটা আমাদের বুঝতে হবে উন্নয়ন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, পুঁজি কিংবা পুঁজি-উৎপাদন হার বৃদ্ধি নয়, বরং এটি একটি মানবিক সমস্যাও বটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা কেবলমাত্র কাঠামোগত নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকও। আর এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সাথে জড়িত আছে মূল্যবোধ, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের প্রতি আচরণ বিধি। জনগণের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে সমস্যার অন্তরঙ্গ, প্রগাঢ় ও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণে নৃবিজ্ঞান অত্যন্ত কার্যকর। নৃবিজ্ঞান একটি মানবতাবাদী বিষয়, মানবিক দৃষ্টি নিয়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণের ধারা অপর কোন সমাজবিজ্ঞানে দুর্লভ। যদিও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরাও অনুরূপ সমস্যাদি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা এদের থেকে আলাদা। কারণ নৃবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ, তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও একটি বিশেষ সমস্যাকে বুঝার দৃষ্টিভঙ্গিও স্বতন্ত্র।

এ প্রসঙ্গে Ralph Nicholas-এর একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে,

> ''তত্ত্বেও বিষয়বস্তুতে সামঞ্জস্য থাকা সত্বেও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান থেকে নৃবিজ্ঞান দু'টি ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবেই আলাদা। সংস্কৃতির প্রত্যয়কে নৃবিজ্ঞান বিকশিত করেছে বৃহৎ বিশ্লেষণিক উপযোগিতা ও ব্যাখ্যার ক্ষমতায়। দ্বিতীয়তঃ উপাও সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ক্ষেত্র গবেষণার পদ্ধতিকে পরিশোধিত করে বিকশিত করেছে।"[৫]

অর্থনীতিবিদ David H. Penny উন্নয়ন অধ্যয়নে, উন্নয়নের অন্তর্নিহিত সমস্যা চিহ্নিতকরণে নৃবিজ্ঞানের কার্যকারিতার কথা বলেছেন।[৬] নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ W. Arthur Lewis অর্থনৈতিক সমস্যা অনুধাবনে নৃবিজ্ঞানের গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

> ''এটা প্রায় স্পষ্ট যে, অর্থনীতিবিদরা বাজার অর্থনীতি অধ্যয়নের সময় প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোকে একরকম অনড় হিসেবেই দেখেছেন। বাজার ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও দ্বন্দ্বকে প্রায়ই উপেক্ষা করেছেন। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে যার প্রতি নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নৃবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বুঝবার ক্ষমতা, একটি অত্যন্ত উন্নত বাজার অর্থনীতি বুঝতে সবিশেষ ভূমিকারাখবে।"[৭]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা বুঝতে ও চিহ্নিত করতে নৃবিজ্ঞান অবদান যোগাতে পারে তবে কিভাবে তা সম্ভব এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু মন্তব্য করা হবে।

উন্নয়ন অধ্যয়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ একটি সংরক্ষণবাদী, কৃষিভিত্তিক উন্নয়নগামী দেশ। এখানে মূল্যবোধ, গোঁড়ামী, বিশ্বাস ব্যবস্থা ও ধর্মের সাথে জড়িত বিভিন্ন ট্যাবু (taboos) অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অনেক কর্মকান্ড অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং কখনও কখনও অসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ বিবেচনা করলে,

মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের গুঢ় সাংস্কৃতিক অর্থ প্রকাশ পায় যা খুবই বাস্তব ও যুক্তিসিদ্ধ (rational) মনে হবে। নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের আচরণের অনেক সাংস্কৃতিক অর্থ প্রকাশ করতে পারেন যা প্রথমে যুক্তিহীন মনে হতে পারে কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি থেকে তা যুক্তিহীন নয়। এখানে যে মৌলিক ইস্যু নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা মাঠকর্ম করেন তা হল, নিজের মূল্যবোধ ও অবস্থা গবেষিত জনগোষ্ঠীর উপর আরোপিত না করে, যতদূর সম্ভব আভ্যন্তরীণ (insider's) অথবা গবেষিত জনগোষ্ঠীর (actors) মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যেকটি আচরণের অর্থ অনুধাবন ও চিহ্নিত করে তা উন্নয়নের ধ্যানধারণার সাথে সম্পৃক্ত করা।

বিষয়টিকে ব্যাখ্যার জন্যে দুটো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে একজন কৃষক, মালিকই হন আর বর্গাচাষীই হন, ক্ষতি হওয়া সত্বেও কৃষিকাজ অব্যাহত রাখে। অর্থনীতির cost return এর প্রেক্ষিতে এ ক্ষতিকে কি যথাযর্থ আচরণ বলা যাবে? তাহলে কি আমাদের চাষীরা বোকা? ১৯৬০ সালের মাঝামাঝিতে যখন বাংলাদেশে রাসায়নিক সার প্রথম কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা শুরু হয়, তখন প্রাথমিক অবস্থায় কৃষকরা তা ব্যবহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃদু বাঁধারও সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কেন? একজন কৃষক তার পিতার মৃত্যুর পর *জিয়াফত* (Jeafat) দেয়া বা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেবার জন্যে অনেক সময় টাকা ধার করে। এটা কি যথার্থ আচরণ? লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ধর্মীয় সভার আয়োজন অথবা তার গ্রামে যেখানে মসজিদের প্রয়োজন নেই সেখানে মসজিদে নির্মাণ করাকে আমরা অর্থনীতির কোন মানদন্ডে বিচার করব। গ্রামে যখন পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালুর পদক্ষেপ নেয়া হয় তখন প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ বেশ বাঁধার সৃষ্টি করে। মানুষ এটা করেছে, যদিও তারা উপলব্ধি করেছে অধিক সন্তান পরিবারের সম্পদের উপর বোঝা এবং ভরপোষণের ব্যয়ভার বহন অনেক সময় অসম্ভব। এসকল ঘটনা, কর্মকান্ড বা অবস্থাকে কিভাবে বিশ্লেষণ সম্ভব? এ সমস্ত আচরণকে অবাস্তব (unrealistic) বা যুক্তিহীন (irrational) অভিহিত করা কি ঠিক?

নৃবিজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের উপরোক্ত কর্মকান্ডকে কোন সময়ই অযৌক্তিক ভাববার অবকাশ নেই। আমরা মনে করি মানুষের বহু কর্মকান্ডেরই একটি সাংস্কৃতিক অর্থ আছে, যা কঠোর অর্থনৈতিক ধারণায় বা বহিঃদৃষ্টি থেকে বিচার করা সম্ভব নয়। নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ কেবল সামাজিক মানুষই নয়, সাংস্কৃতিকও বটে। আমরা এটাকে ''সাংস্কৃতিক যুক্তিশীলতা" (cultural rationality) বলে আখ্যা দেয়ার পক্ষপাতি। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাংস্কৃতিক অর্থকে অনুধাবন ও প্রশংসিত

করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একজন নৃবিজ্ঞানী আমাদের বুঝতে সহায়তা করতে পারেন যে কেন বাংলাদেশীরা এমন উপায়ে আচরণ করে যা আপাতঃ দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। উন্নয়নগামী, আধা-শিল্পোন্নত দেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি "সংস্কৃতি" প্রত্যয়ের মাধ্যমে যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব, কারণ এ প্রত্যয়টি বিরাট বিশ্লেষক, উপযোগ ও ব্যাখ্যাধর্মী ক্ষমতার অধিকারী, এ ব্যাপারে Ralph Nicholas এর অন্য আরও একটি উক্তির কথা বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ব্যবহৃত উপাত্তের ভিত্তিকে উন্নত করতে হলে বাংলাদেশে সংস্কৃতির প্রত্যয়ও সমাজবিজ্ঞানে নৃবিজ্ঞানিক গবেষণা, মাঠকর্ম ও প্রশিক্ষণের একটি সুদূর ভিত্তিক সূচনার প্রয়াস চালানোর প্রয়োজন আছে।"[৮]

অর্থনৈতিক বিবেচনায় লাভজনক না হওয়া স্বত্বেও বাংলাদেশের একজন কৃষিকাজ করে, কারণ এটা তার পূর্ব পুরুষের পেশা এবং সে কৃষক হতে পেরে গর্বিত। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষকদের রাসায়নিক সার গ্রহণের অনিচ্ছা তাদের চিরায়ত মূল্যবোধের সাথে জড়িত। যেখানে কৃষকরা সব সময় মনে করেছে যে রাসায়নিক সার ভূমির উর্বরতাকে ধ্বংস করতে পারে। আমাদের বিবেচনায় বিয়ে বা মসজিদে বিনিয়োগ অনুৎপাদনক্ষম মনে হতে পারে, কিন্তু একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি তার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা এবং তার মেয়ের কল্যাণের জন্যে যৌতুক দেয়াকে তার দায়িত্ব মনে করতে পারেন। মসজিদ নির্মাণ দ্বারা তার অনুসারী গ্রামবাসীর চোখে শুধুমাত্র মর্যাদাই বাড়তে পারে না বরং সে এটা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবেও উপলব্ধি করতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার বিধান গ্রহণ না করার কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস যে, আল্লাহ পৃথিবীতে সকলের রিজিক দাতা। বাংলাদেশে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মানুষের অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রত্যেক ধর্মেই ধর্মীয়, ঐশ্বরিক ও মানবিক মূল্য খোঁজার প্রবণতা আজও আমাদের সমাজে সর্বজনবিদিত। Nicholas বর্ণণা করেছেন যে, "মানুষের ধর্ম, পুঁজা, খাওয়া-দাওয়া মহিলাদের পর্দা, উপহার দেয়া, ইত্যাদি সংস্কৃতি ও ধর্মের দৃষ্টিতে সঠিক ও অর্থবহ বলে বিবেচিত।"[৯] এ কারণেই মানুষের আচরণের সব কিছুকেই সেই মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন ও যুক্তিশীলতা যাচাই করতে হবে।

সামাজিক সম্পর্ক উদ্ঘাটনে নৃবিজ্ঞান

বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক (social relations) অধ্যয়ন ও উদ্ঘাটনের প্রয়াস। স্থানীয়

ক্ষমতা কাঠামোর ধরন, সম্পদ বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ বন্টনের সাথে জড়িত অন্যান্য সূক্ষ্ম সম্পর্কাদি। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করার কারণ হলো প্রত্যেক সম্প্রদায়ই দুই বা ততোধিক দলের কেন্দ্রস্থিত জটিল সামাজিক সম্পর্কের কর্মক্ষেত্র। এটা সর্বদাই যে সবল–দুর্বলের সম্পর্ক হবে তা নয় বরং এটা সমাজ ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত যে কোন ধরনের সম্পর্ক হতে পারে। প্রত্যেক সম্পর্কই কিছু নিয়ম দ্বারা চালিত হয় যা সব সময় সামাজিক Norms এর সাথে সম্পর্কিত না হয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন–বাহ্যিক, নমনীয়–অনমনীয়, ফর্মাল–ইনফর্মাল, আইনসঙ্গত ও বেআইনী, আন্তঃ (inter) ও অন্ত (intra) শ্রেণী, আন্তঃও অন্ত সম্প্রদায়, জ্ঞাতি ও জ্ঞাতি–বহির্ভূত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বহু সম্পকীয় হতে পারে। বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানীরা এ সকল সম্পর্ককে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে চিহ্নিত করে, তা কিভাবে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক বা বাধার সৃষ্টি করে তা নির্দেশে সক্ষম। সামাজিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনে একজন নৃবিজ্ঞানীর করণীয় কাজগুলো হচ্ছেঃ (ক) সম্পর্কের প্রকার ও ধরন চিহ্নিত করা (খ) সম্পর্কের মধ্যে কোন নিয়ম এবং একাত্মতা আছে কিনা তা দেখা (গ) কিভাবে বিভিন্ন সম্পর্কগুলো কাজ করে, তা পরীক্ষা করা এবং (ঘ) কিভাবে এসকল সম্পর্ক সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।[১]

নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব ঃ ব্যাপ্তি ও ফোকাসের দ্বন্দ্ব না ভুল বোঝাবোঝি

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কের সঠিক পরিধি নির্ধারণ। এই প্রসঙ্গটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে কারণ এ নিয়ে যেমন অনেক কথা উঠছে তেমনি এ বিষয় দুটোর ব্যাপ্তি, পদ্ধতি এবং আলাদা বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন আছে কিনা এ নিয়ে প্রচুর কথা শোনা যাচ্ছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ ও সমাজ। তবে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান (যেমন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান) তাদের প্রধান ফোকাস চিহ্নিত করে; আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি (approach), পদ্ধতি (method) ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ (theoretical attitude) থেকে তা অধ্যয়ন করে। এ কারণে প্রত্যেক সমাজ বিজ্ঞানেরই আলাদা অবস্থান রয়েছে। অধুনা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রপঞ্চ সমূহের ব্যাপকতাও পরস্পর নির্ভরতার কারণে; কোন সমাজবিজ্ঞানই তাই একক বা অন্যন্য নয় বলে বলা হচ্ছে। তাই সমন্বিত সমাজবিজ্ঞানের (integrated social science) কথা অনেকেই বলছেন। এ প্রবন্ধের লেখক সমন্বিত প্রত্যয়ের সাথে কোন দ্বিমত পোষণ

করেন না। তবে, এটা প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই করা উচিত বলে মনে করেন। প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখানো যেতে পারেঃ

(ক) প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানের বিবর্তনের(evolution) প্রেক্ষিত ভিন্ন। পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোতে জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন বিষয় ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমাজবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এসকল সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষিত এবং ফোকাস সব সময় আলাদাই ছিল।

(খ) বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক ও সহযোগিতার জন্যে আলাদা স্বাতন্ত্রতাই বেশী সহায়ক। কারণ আলাদা থেকে সহযোগিতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা সম্ভব।

(গ) তাছাড়া সকল সমাজবিজ্ঞান যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে বহু ধরনের জটিলতা ও বিভ্রান্তি হতে পারে। এখানে সমাজবিজ্ঞানীদের অবস্থানগত দ্বন্দ্ব ও প্রকট হয়ে উঠতে পারে।

নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে এ প্রবন্ধের অবস্থান হল, সমাজতত্ত্ব। ঐতিহাসিকভাবে নৃবিজ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইউরোপে নৃবিজ্ঞানকে তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব (comparative sociology) বলে আখ্যায়িত করা হয়। তার মানে এই নয় যে এ দুটো বিষয় এক হয়ে যাবে এবং আলাদাভাবে চর্চা সম্ভব নয়। ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন এমন একজন ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানী Beteille মন্তব্য করেছেনঃ

> "যদি তাদের মধ্যে (সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান) বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্য অধিকতর মৌলিক হয়ে থাকে তবে আমরা নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের ঐক্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেব। অপরদিকে যদি আমরা উপলব্ধি করি যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য অধিক ভিত্তিমূল তাহলে আমরা দুটো বিষয়ের মধ্যে বিভাজনকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকব।"[১১]

Beteille মনে করেন এ দুটো বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক ও মৌলিক, তাই তিনি নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের ঐক্যের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের অনেক সমাজতত্ত্ববিদ প্রায় এ রকম ধারণা পোষণ করেন। এদেশের সমাজ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে ঐতিহাসিকভাবে নৃবিজ্ঞান তাদের বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে তারা কিংবা যারা সমাজতত্ত্ব থেকে নৃবিজ্ঞানে

এসেছেন এবং গবেষণা করছেন তারাই এ বিষয়ের চর্চাকে অধিক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে পারবেন বলে মনে করেন।

আমরা যদি সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানকে আলাদা বিষয় হিসেবে ভেবে, এদুটোর জন্যে আলাদা লেবেল ব্যবহার করি তাহলে অবশ্যই সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীর আলাদা পরিচিতি থাকা প্রয়োজন। এ অবস্থায় একজনের পরিচিতি কখনও সমাজতত্ত্ববিদ (sociologist), কখনও নৃবিজ্ঞানী (anthropologist) হবার সুযোগ নেই। যেমনটি ভারতে হয় বলে Beteille মন্তব্য করেছেন। এটা গুরুত্ব দিয়ে বলা প্রয়োজন যে এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি সুযোগ সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি বলেই আখ্যায়িত করা যেতে পারে যা কোন অবস্থাতেই এদুটো বিষয়ের জ্ঞান চর্চা ও উন্নতিতে সহায়ক হতে পারেনা। বাংলাদেশে কিছু সমাজতত্ত্ববিদ তাদের গবেষণায় নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম পদ্ধতি অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষা (বা নিবিড় গবেষণা) পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। এ পদ্ধতিটি অনেক সময় সমাজতত্ত্ব গবেষণার প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্যেও করা হয়ে থাকে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার এই অন্যতম পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, এদেশের অনেক সমাজতত্ত্ববিদ তাদের গবেষণা নৃবৈজ্ঞানিক হয়েছে বলে দাবী করেন। অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষা পদ্ধতির উপর মাঠকর্ম করেই, একজন সমাজবিজ্ঞানী নৃবিজ্ঞানী হতে পারেন কিনা এনিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ এর অর্থ হল যে কোন সমাজবিজ্ঞানী তা তিনি অর্থনীতিবিদই হউক আর সমাজতত্ত্ববিদ হউন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা ভৌগলবিদ হউন সবাই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী পদ্ধতি প্রয়োগে মাঠকর্ম করে, নিজকে নৃবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এ প্রবন্ধকার যে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে চান তাহল আধুনিক কালে নৃবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত ব্যাপক ও সময় সাপেক্ষ। একজন নৃবিজ্ঞানীকে ফর্মাল প্রশিক্ষণের সময় নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, পদ্ধতি, এথনোগ্রাফিসহ বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ঠ জ্ঞান সংগহ করতে হয়। এসব বিষয়ে কেউ যদি দক্ষ না হয়ে কেবল অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষা পদ্ধতিতে গবেষণা করে নিজকে নৃবিজ্ঞানী দাবী করেন তাকে প্রকৃত নৃবিজ্ঞানী বলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষা নৃবৈজ্ঞানিক বহু গবেষণা পদ্ধতির একটি বা অন্যতম পদ্ধতি। সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষনায় অনেক কৌশল প্রয়োগ করছেন যা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। আজকাল নৃবিজ্ঞান কেবলমাত্র গুণগত (qualitative) গবেষণা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেয়না বরং সংখ্যাগত (quantitative) পদ্ধতির উপরও সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। সাম্প্রতিককালের নৃবিজ্ঞানের প্রথম সারির যে কোন জার্নাল কিংবা পি·এইচ·ডি· থিসিসে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল নৃবিজ্ঞানে গুণগত ও সংখ্যাগতের মিশ্রণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই আজ একজন নৃবিজ্ঞানীকে তার বিষয় সম্পর্কে প্রচুর জানতে হয় যেমন জানতে হয় একজন সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কিংবা অর্থনীতিবিদকে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে যারা কেবল

অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষার কথা বলেন তারা ত্রিশ বা চল্লিশ দশকের ম্যালিনস্কির যুগেই রয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে কিভাবে নৃবিজ্ঞানকে তত্ত্ব, পদ্ধতি ও বিষয়ের দিক থেকে যুগপোযোগী ও আধুনিক করে তোলা যায়।

তাই এ প্রবন্ধের অবস্থান হল যে সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান খুব কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে পার্থক্য ও আলাদা পরিমন্ডল থাকা বাঞ্জনীয়। সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সমাজ ও মানুষকে জানা। আর এ সম্পর্কে গভীরভাবে জানা সম্ভব যখন এ দুটো বিষয় আলাদা থেকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত

পূর্বে এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের চর্চা, চর্চার সমস্যা, উদ্দেশ্য ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এ প্রবন্ধে এটা জোর দিয়ে বলা হয়েছে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সহজাত সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও জটিল সম্পর্ক চিহ্নিতকরণে নৃবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাই এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলঃ বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত কি?

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের গুরুত্বের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে নৃবিজ্ঞান অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় প্রচন্ড সমস্যার মুখোমুখি। প্রশ্ন উঠেছে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা নিয়ে। বলা হচ্ছে আদিম সমাজ বিলুপ্তির সাথে নৃবিজ্ঞানের গুরুত্বও হ্রাস পাচ্ছে। এ ধরনের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে, কারণ নৃবিজ্ঞানীরা তাদের বিষয়টি যুগপোযোগী, প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী করার প্রয়াস চালাচ্ছেন; তবে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। এ বিষয়ের গুরুত্ব বহু আগেই স্বীকৃত যদিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা বিলম্বে শুরু হয়েছে। তবে বিলম্বে আরম্ভকারী হিসেবে আমাদের সুবিধে আছে। আমরা অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। যা কিছু ভাল ও প্রাসঙ্গিক তা গ্রহণ করতে ও এবং যা কিছু খারাপ ও অপ্রাসঙ্গিক তা বাদ দিতে পারি।

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত নির্ভর করবে কিভাবে আমরা নৃবিজ্ঞান চর্চাকে পরিচালিত করব এবং কি উদ্দেশ্য সামনে রেখে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেব। আমাদের সদা সর্বদাই মনে রাখতে হবে নৃবিজ্ঞান চর্চার কোন ঐতিহ্য আমাদের নেই। তা স্বত্বেও প্রথম প্রজন্মের নৃবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের নৃবিজ্ঞানীরা কতটুকু সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং কত পরিসরে তাদের প্রশিক্ষণকে ব্যবহার ও অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে দেশের

সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সনাক্তকরণে সফলতা অর্জন করবে তাতেই নৃবিজ্ঞানের ভবিষ্যত নিহিত।

তথ্যনির্দেশঃ

১. এজন্যে দেখুন, এস.এম. নুরুল আলম, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক বিতর্কের আলোকে কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা। বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন (সম্পাদিত), সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯, পৃ ২৮–৪৬ আরও দেখুন, Anthropology in Bangladesh : World Context, Main Issues, Concerns and Priorities, *Jahangirnagar Review, Part II : Social Science*, Vols. XI and XII, 1986-88, PP. 93-110.

২. হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন, *বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চা : বিভ্রান্তি ও প্রাসঙ্গিকতা* (পুনর্মুদ্রিত)। হেলালউদ্দিন খান আরেফিন (সম্পাদিত), সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৯, পৃ ৬–২৭।

৩. বিস্তারিত দেখুন, Kathleen Gough, New Proposals for Anthropologists. *Current Anthropology*, Vol. 9, 1968 PP. 403-407. আরও দেখুন, "Anthropology and Imperialism", *Monthly Review*, 1968, Vol. 10, PP. 12-17.

৪. Quoted in Del Hymes (ed.), *Reinventing Anthropology*. Vintage Books, New York, 1974.

৫. Ralph Nicholas, *Some Uses for Social Anthropology in Bangladesh*. Ford Foundation, Dhaka, July 1973.

৬. David H. Penny, Development Studies : Some Reflections. In Scarlett Epstein and D.H. Penny (ed.), *Opportunity and Response : Case Studies in Economic Development*, Hurst and Co., London, 1975.

৭. Quoted in George Dalton, Theoretical issues in Economic Anthropology, *Current Anthropology*, Vol. 10, No. 2, 1969.

৮. Ralph Nicholas, পূর্বোল্লেখিত

৯. পূর্বোক্ত

১০. S. M. Nurul Alam, 1986-88, পূর্বোল্লেখিত

১১. Andre Beteille, Sociology and Social Anthropology in *Six Essays in Comparative Sociology*. Oxford University Press, New Delhi, 1974, pp. 1-20